শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের নির্ভরযোগ্য উৎস

Digital Literacy Center

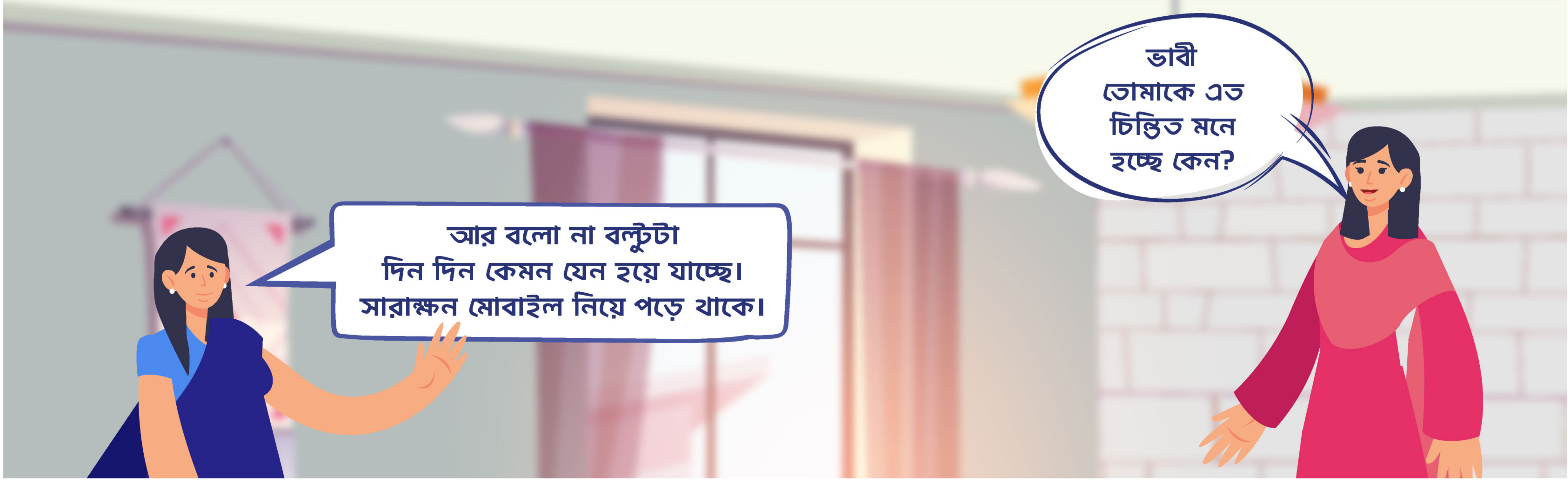
ভাবী তোমাকে এত চিন্তিত মনে হচ্ছে কেন?
আর বলো না বল্টুটা দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। সারাক্ষন মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকে।

মোবাইল বা কোনো ডিজাটাল নিয়ে পড়ে থাকাটা চিন্তার না, চিন্তার হলো ডিভাইসে যা করছে তা যদি কাজের না হয় সেটা।
কী বলো, মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকলে ওর মানসিক বিকাশ হবে কীভাবে? পড়াশোনা তো হবেই না

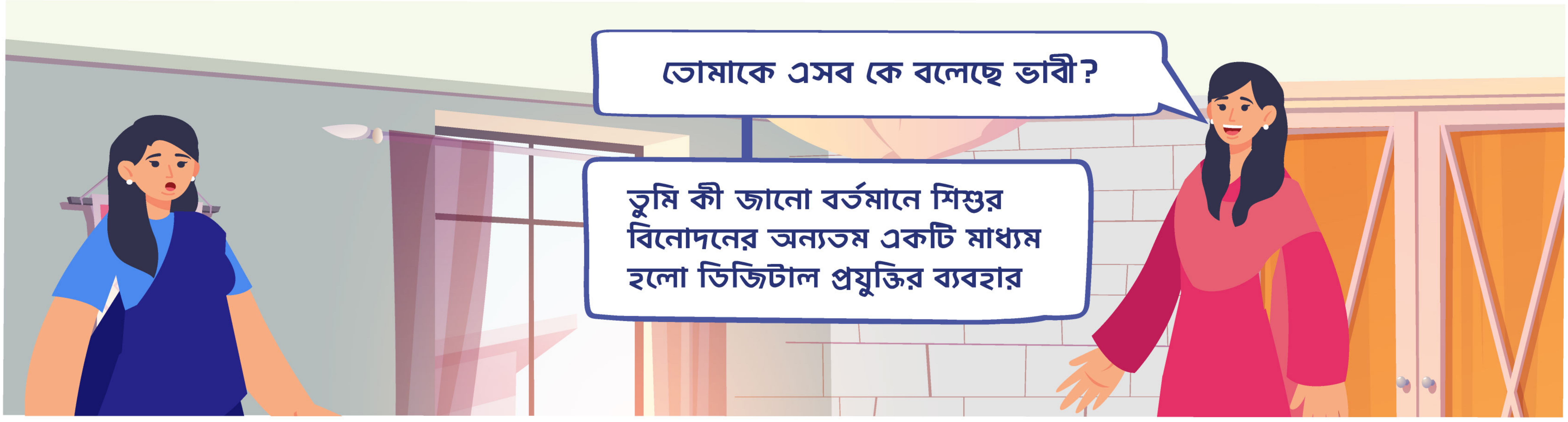
তোমাকে এসব কে বলেছে ভাবী?
তুমি কী জানো বর্তমানে শিশুর বিনোদনের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার

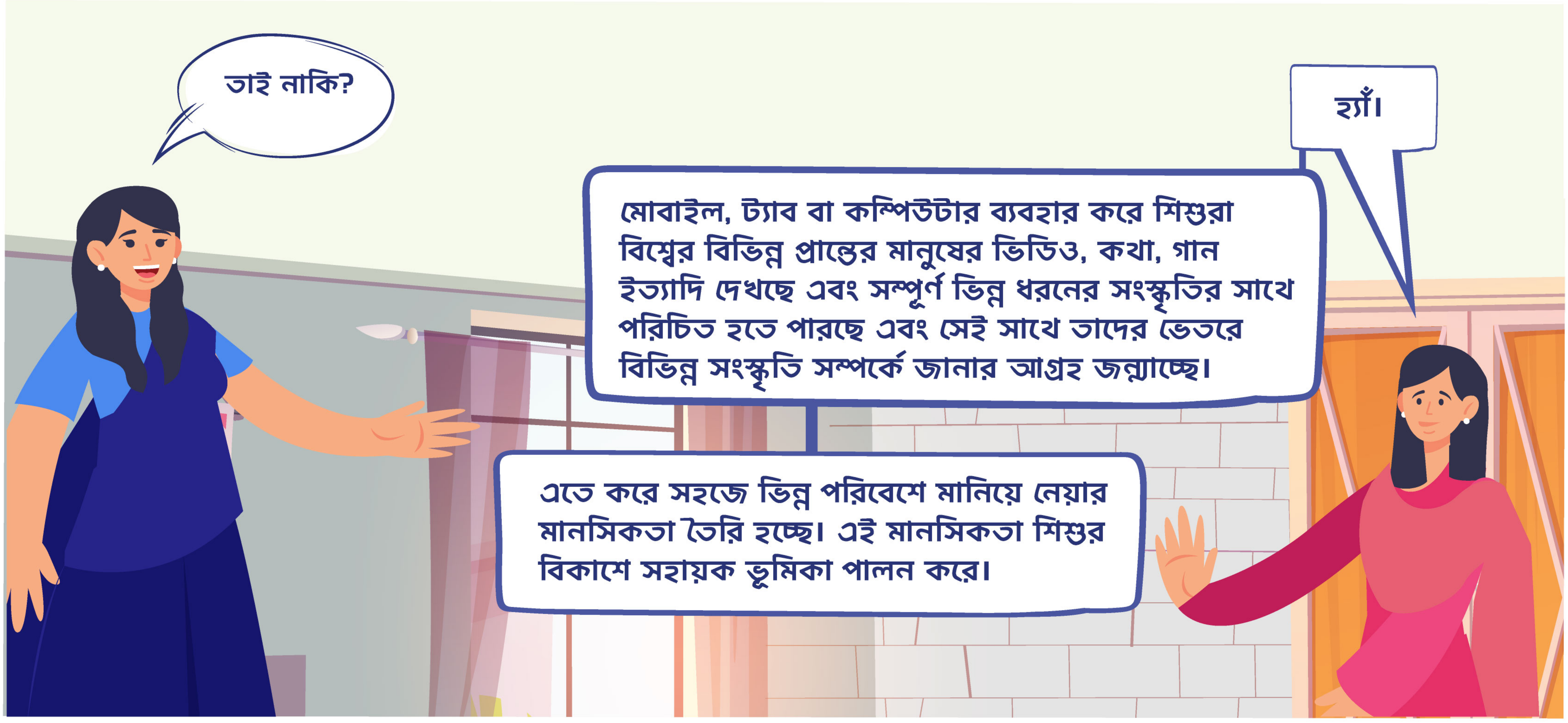
তাই নাকি?
হ্যাঁ।
মোবাইল, ট্যাব বা কম্পিউটার ব্যবহার করে শিশুরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের ভিডিও, কথা, গান ইত্যাদি দেখছে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হতে পারছে এবং সেই সাথে তাদের ভেতরে বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার আগ্রহ জন্মাচ্ছে।
এতে করে সহজে ভিন্ন পরিবেশে মানিয়ে নেয়ার মানসিকতা তৈরি হচ্ছে। এই মানসিকতা শিশুর বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

শোনো অনলাইনে ছবি আঁকার জন্য অনেকগুলো অ্যাপস ও সফটওয়্যার আছে। এগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুর সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটছে।
দারুণ তো!
অনলাইনে শিশুর বেশী সময় কাটে বিভিন্ন ধরনের গান, কার্টুন ও ভিডিও দেখে। অনলাইন গেমসও শিশুর বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম। তবে খেয়াল রাখতে হবে মোবাইল বা কম্পিউটার এর স্ক্রীন শিশুর চোখ থেকে পর্যাপ্ত দূরত্বে আছে কী না এবং শিশু এগুলোর প্রতি আসক্ত হয়ে যাচ্ছে কী না।
সে খেয়াল তো মাঠে খেলতে গেলেও রাখতে হয়।
এমদমই তাই।
এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক অ্যাপ ও ওয়েবসাইট আছে যেখানে বিনোদনের ছলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রদান করা হয়। বিনোদনের পাশাপাশি এই প্লাটফর্মগুলো শিশুর শিক্ষার জন্য অনেক সহায়ক।
অনলাইনে শিশুদের উপযোগী বিভিন্ন বই পড়ার অনেক উৎস আছে। বিভিন্ন কমিকস, কিশোর উপন্যাস, গল্প, কবিতা ইত্যাদির মাধ্যমে শিশু অনলাইনে বিনোদন লাভ করতে পারে।
এত কিছু সম্ভব আগে তো জানতামই না।
বল্টুর সুস্থ সুন্দর বিকশিত জীবনের জন্য সবকিছুই জানতে হবে ভাবী।
ওর মার পাশাপাশি ফুপুরা আছে না তাতেই হবে। যাই হোক তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।